ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৩৫

আগরতলা,২ অক্টোবর,২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

আজ ২ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'স্বাস্থ্যই অস্বাস্থ্য হয়ে উঠেছে ভেঙে পড়েছে টিএমসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নেই নজরদারি', শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ দিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকার রাজ্যের মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামোগত ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত দিকেও সমানভাবে সজাগ ও সতর্ক। ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বিআরএএম টিচিং হাসপাতালে সার্বিক পরিবেশ যাতে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকে এদিকে সরকারের নজরদারি রয়েছে। হাসপাতালের বায়ো মেডিকেল বর্জ্য পদার্থ এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে যাতে জমে না থাকে সেজন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। রাজ্যের প্রতিটি শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে বায়ো মেডিকেল বর্জ্য পদার্থগুলি অপসারণের জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে ২০১৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ অনুমোদিত মেডিকেয়ার এনভাইরনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের চুক্তি হয়। সে অনুসারে ২০২২ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলি থেকে বায়ো মেডিকেল বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করার কাজ সূচারুভাবে সম্পন্ন হতে থাকে। এই একই সংস্থা রাজ্যের অপর একটি বেসরকারি হাসপাতালে বায়োমেডিকেল বর্জ্য পদার্থ অপসারণের কাজে নিয়োজিত হয়েছে।

সিবিডব্লিউটিএফ (CBWTF) পরিষেবা চালুর পূর্বে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (এএমসি) কঠিন বর্জ্য সহ বায়োমেডিকেল বর্জ্য উত্তোলনের সেবা প্রদান করতো। এখন সিবিডব্লিউটিএফ পরিষেবা চালুর সাথে সাথে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃক অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের থেকে জৈব চিকিৎসা বর্জ্য পৃথক করার পর তা উত্তোলনের দায়িত্ব সিবিডব্লিউটিএফ-এর উপর দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজকে অবিলম্বে বর্জ্য পদার্থ সরানোর নির্দেশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তারাও এই সংস্থাটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। সে অনুসারে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের বায়ো মেডিকেল বর্জ্য পদার্থ সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ইতিমধ্যেই সেগুলি অপসারিত করার কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি নিয়মে অন্যান্য বর্জ্য পদার্থগুলি আগরতলা পুরনিগমের সরানোর কথা। সেই অনুসারে আগরতলা পুরনিগমও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থগুলি সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

কাজেই স্বাস্থ্য দপ্তর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। আগামী দিনেও এ বিষয়ে দপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়মিত নজরদারি রাখা হবে এবং এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

*****